কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১.১৮০৬(১৮) তারিখ: ১০/১১/১৪খ্রি:

সম্মানিত সদস্যগণের অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭ তম সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

১০/১১/১৪
(মোঃ সোলায়মান আলী)
আইডি নং১০৮৭
পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)
ফোন: ৯২৬২৪৪৭
ই-মেইল: dir@sca.gov. bd

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান,কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর	সদস্য
৪।	মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
১০।	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা-১০০০	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ইষ্টার্ন ভিউ, সুইট নং-৯ (৭ম তলা), ৫০ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), গ্রামঃ ব্রাম্মনচক, পোঃ নিশ্চিন্তপুর, জেলাঃ চাঁদপুর	সদস্য
১৬।	- -- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয, ঢাকা - ১০০০।

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭ তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭ তম সভা ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড: মো: কামাল উদ্দিন, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব ড: মো: গোলাম আম্বিয়া, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১: কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬ তম সভা ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড: মো: কামাল উদ্দিন, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৪/৯/২০১৪ খ্রি: তারিখের ১৩৫৭(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে ড. মো: মতিউর রহমান, ডিরেক্টর অপারেশন বলেন যে, ৭৬তম সভার কার্যবিবরণীটি আলোচ্য সূচী ২ এর বর্ণণার (১৫) কৃষিবিদ ফার্ম লি: এর ১টি জাত কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২, ২য় বর্ষ স্থলে (১৫) কৃষিবিদ ফার্ম লি: এর ১টি জাত কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২, ১য় বর্ষ প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন কারণ ২০১৩-১৪ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধান ২ জাতটি ১ম বারের মত জমা দেয়া হয়েছিল এবং তাদের আবেদনে তথ্যের ভুলের কারণে এ জাতটি ২য় বছরে জমাকৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,তাদের আমদানীকৃত মূল কোম্পানী ও ভিন্ন ছিল। এ ব্যাপারে পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। অদ্যকার সভায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী পরিসমর্থনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন । ।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬তম সভার কার্যবিবরণীটি আলোচ্য সূচী ২ এর বর্ণণার (১৫) কৃষিবিদ ফার্ম লি: এর ১টি জাত কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২, ২য় বর্ষ স্থলে (১৫) কৃষিবিদ ফার্ম লি: এর ১টি জাত কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২, ১ম বর্ষ প্রতিস্থাপন করে সর্ব সম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর এগারটি সারি/জাত যথা (ক) ৮.১১ (খ) ৮.৩৭ গ) ৮.৪৬ ঘ) ৮.৭৩ ঙ) ৮.১০২ চ) ৮.১১৭ জ) El Mundo ঝ) Kufri pukhraj ঞ) Metro ট) Vivaldi ও ঠ) Volumia যথাক্রমে বারি আলু-৫৬, বারি আলু-৫৭, বারি আলু-৫৮, বারি আলু-৫৯, বারি আলু-৬০, বারি আলু-৬১, বারি আলু-৬২, বারি আলু-৬৩, বারি আলু-৬৪, বারি আলু-৬৫ ও বারি আলু-৬৬ হিসেবে ছাড়করণ।

(ক) বারি আলু ৫৬ (৮.১১):কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাইন এবং খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৯.১ টন/হে: এবং চেক জাত ডায়ামন্ট (বারি আলু-৭) এর ফলন ৩৩.৩ টন/হে: পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে ।

(খ) **বারি আলু ৫৭ (৮.৩৭):** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাইন । খাবার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে আলুর জাতটি নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৮.৫ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট (বারি আলু-৭) এর ফলন ৩৩.৩ টন/হেঃ ও লেডিরোসেটা ২৯.১ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৪ টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন বেশী উল্লেখ করেছেন ।

গ) **বারি আলু ৫৮ (৮.৪৬):** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাইন । জাতটি খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৫.৭২ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.৩ টন/হেঃ ও লেডিরোসেটা ২৯.১ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

ঘ) **বারি আলু ৫৯ (৮.৭৩):** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাইন । জাতটি খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৭.৩৯ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.৩ টন/হেঃ ও লেডিরোসেটা ২৯.১ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

ঙ) **বারি আলু ৬০ (৮.১০২):** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাইন । জাতটি খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৮.৪২ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.৩ টন/হেঃ ও লেডিরোসেটা ২৯.১ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

চ) **বারি আলু ৬১ (৮.১১৭):** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাইন । জাতটি খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৬.৭৭ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.০৩ টন/হেঃ ও লেডিরোসেটা ২৯.১ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৪টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

ছ) **বারি আলু ৬২ (El Mundo):** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত Introduction এর মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪৩.৬৫ টন/হেঃ এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৪.৫২ টন/হেঃ ও লেডিরোসেটা ৩০.৬২ টন/হেঃ পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের

পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

জ) বারি আলু ৬৩ (Kufri Pukhraj): কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত Introduction এর মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪২.৫০ টন/হে: এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.৫ টন/হে: ও লেডিরোসেটা ৩০.৭ টন/হে: পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

ঝ) বারি আলু ৬৪ (Metro): কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত Introduction এর মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪৩.৪৫ টন/হে: এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.৫ টন/হে: ও লেডিরোসেটা ৩০.৭টন/হে: পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

ঞ) বারি আলু ৬৫ (Vivaldi): কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত Introduction এর মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪১.৯ টন/হে: এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৩.৪৮ টন/হে: ও লেডিরোসেটা ৩০.৬৯ টন/হে: পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

ট) বারি আলু ৬৬ (Volumia): কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত কিছু বিদেশী জাত Introduction মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত ভলুমিয়া(**Volumia**) প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে । ২০১৩-১৪ রবি মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর-৫টি অঞ্চলের ৬টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪০.২১ টন/হে: এবং চেক জাত ডায়ামন্ট এর ফলন ৩৪.৫ টন/হে: ও লেডিরোসেটা ৩০.৭ টন/হে: পাওয়া যায়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে এবং রোগবালাইয়ের আক্রমন কম উল্লেখ করেছেন ।

প্রস্তাবিত কৌলিক সারি সমুহ ৮.১১, ৮.৩৭, ৮.৪৬, ৮.৭৩, ~~৮.১০২~~, ৮.১১৭, El Mundo, Kufri pukhraj, Metro, Vivaldi ও Volumia বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটির চেক জাত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্য সমুহের সমতা ও স্থায়িত্ব পাওয়া গেছে । কিন্তু ৮.১০২ কৌলিক সারিটি পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পাদন করার পর প্রস্তাবিত জাতটির চেক জাত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেও বৈশিষ্ট্য সমুহের সমতা পাওয়া যায়নি ।

আলোচনার শুরুতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলুর ১১টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ড. বিমল চন্দ্র কুন্ড, পিএসও, বিএআরআই, বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত সমূহের মধ্যে ৬টি নিজস্ব উদ্ভাবিত এবং ৫টি বিদেশ হতে আমদানীকৃত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জাত সমুহের মধ্যে কয়েকটি এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ গুনাগুন বিদ্যমান আছে। ড. মোঃ আজিজ জিলানী চৌধুরী, সিএসও, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বলেন যে, প্রস্তাবিত বারি আলু ৫৬ (৮.১১) এর উৎপাদন ডাটা Stable নয়। উদাহরন হিসেবে বলেন মুন্সিগঞ্জ আলুর জন্য ভাল অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এ জাতের ফলন ২৯ টন/হেঃ কিন্তু জামালপুরে জাতটির ফলন ৫২.৮ টন/হেঃ। এর উত্তরে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ড, পিএসও, বিএআরআই জানান যে, জামালপুরে আবহাওয়াগত কারণে আলুর ফলন বেশী হয়েছে। ড. জীবনকৃষ্ণ, মহাপরিচালক, বিআরআরআই, গাজীপুর বলেন যে, আলুর জাতসমূহ উদ্ভাবনের সময় অন্য ভেরাইটির প্যারালাল এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন ব্যবহারের উপযোগীতা, অধিক সেল্ভ লাইফ ও এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ড. মনোয়ার করিম খান, পরিচালক, গবেষণা জানান যে, প্রস্তাবিত জাত সমুহের প্রত্যেকটির জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট আলুর জাত উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া, পিএফসিও, এসসিএ বলেন যে, ডিইউএস টেষ্টে কি কি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূণ ২/৩টি বৈশিষ্ট্য কার্যপত্রে উল্লেখ করা উচিত এবং পাশাপাশি মূল্যায়ন কমিটিকে আরও শক্তিশালী করার তাগিদ দেন। জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন, সিএসটি, সীড উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, এক্সপোর্ট কোয়ালিটি জাত উদ্ভাবনের অনুরোধ করেন।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u> বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত লাইন সারি/জাতের মধ্যে যথা ক) ৮.৪৬ (প্রস্তাবিত বারি আলু ৫৮), খ) ৮.৭৩ (প্রস্তাবিত বারি আলু ৫৯),এবং আমদানীকৃত জাত গ) El Mundo (প্রস্তাবিত বারি আলু ৬২), ঘ) Kufri pukraj (প্রস্তাবিত বারি আলু ৬৩), ঙ) Metro (প্রস্তাবিত বারি আলু ৬৪), চ) Vivaldi (প্রস্তাবিত বারি আলু ৬৫) ও ছ) Volumia (প্রস্তাবিত বারি আলু ৬৬) যথাক্রমে বারি আলু-৫৬, বারি আলু ৫৭, বারি আলু ৫৮, বারি আলু ৫৯, বারি আলু ৬০, বারি আলু ৬১ ও বারি আলু ৬২ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত ৩ টি গমের কৌলিক সারি ক) BAW-1151 খ) BAW-1161 গ) BAW-1163 যথাক্রমে বারি গম ২৯, বারি গম ৩০ ও বারি গম ৩১ হিসাবে ছাড়করণ ।

ক) বারি গম ২৯ (BAW-1151)ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৯ একটি স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । বাংলাদেশে সৌরভ (বারি গম ১৯)এবং সিমিটের একটি জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে BAW ১১৫১ নামে নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি মোটামুটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী । তিন থেকে পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেঃ মিঃ । শীষ বের হতে ৬০-৬৪ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে । শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি । দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম । জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫০০০ কেজি । জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশী দেয়।

এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১১টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১১টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৪টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে ।

খ) বারি গম ৩০ (BAW-1161)ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩০ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । বাংলাদেশে বিএডব্লিউ ৬৭৭ এবং বিজয়(বারি গম ২৩) জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে BAW ১১৬১ নামে নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি স্বল্প মেয়াদী এবং তাপ সহনশীল। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি খুব উপযোগী । চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ । শীষ বের হতে ৫৭-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১০৫ দিন সময় লাগে । শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি । দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম । জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫০০-৫৫০০ কেজি । জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে ১৫-২০ ভাগ ফলন বেশী দেয়। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি মধ্যম মাত্রার তাপসহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১১টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় । ১১টি স্থানের মধ্যে ১১টি স্থানেই মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে ।

গ) বারি গম ৩১ (BAW-১১৬৩)ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩১ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত । বাংলাদেশে শতাব্দী (বারি গম ২১) এবং ইওড ৮২৪ জাতের সাথে শংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় । বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ইঅড ১১৬৩ নামে নির্বাচন করা হয় । বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি মোটামুটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী । চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ । শীষ বের হতে ৫৯-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩-১০৮ দিন সময় লাগে । শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি । দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৪৫-৪৯ গ্রাম । জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫০০০ কেজি । জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশী দেয়। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি মধ্যম মাত্রার তাপসহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে । উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ সনে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ১১টি স্থানে ট্রায়াল

বাস্তবায়ন করা হয় । ১১টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৫টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে ।

BAW-১১৫১, BAW-১১৬১, BAW-১১৬৩ প্রস্তাবিত ৩ টি গমের কৌলিক সারি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডি ইউ এস টেষ্ট (উটঝ এবং) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটির চেক জাত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্য সমুহের সমতা ও স্থায়িত্ব পাওয়া গেছে ।

আলোচনার শুরুতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর গমের ৩টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ড. নরেশ চন্দ্র দে বর্মা, সিএসও, গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত সমূহ তাপ সহনশীল, পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী ও স্বল্প জীবনকাল গুণাগুণ সম্পন্ন। জনাব মো: হারুন অর রশীদ পাটুয়ারী, অতিরিক্ত মহা ব্যবস্থাপক, বিএডিসি বলেন, মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রস্তাবিত জাতের সাথে সাথে চেক জাতেরও রোগ পোকা আক্রমণের ডাটা থাকা উচিত। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী , সিএসও বিএআরসি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতের ক্রসিং মেটিরিয়াল গুলোর সময়-ব্যাপ্তি আরো পরিস্কার করে দেওয়া উচিত। BAW-1151 কৌলিক সারি সম্পর্কে ডঃ তমাল লতা আদিত্য, সিএসও এবং প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন, জাতটি স্বল্প জীবনকাল, তাপ সহিষ্ণু ছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট সহজে লজিং হয় না। ডঃ মো:মনোয়ার করিম খান, পরিচালক (গবেষণা) বিনা, ময়মনসিংহ বলেন যে, BAW-1161 জাতটি নাবি, স্বল্প জীবনকাল হলেও ফলন বেশী। BAW-1163 প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি ১১টি স্থাপন ট্রায়াল করা হয়েছিল, এর মধ্যে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ৫টি তে বিপক্ষে মত প্রদান করেন । এ প্রেক্ষিতে আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ছাড়করণের বিপক্ষে মতামন প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত</u>ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র বিএআরআই, কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের ২ টি কৌলিক সারি/জাত ক) BAW-1151(প্রস্তাবিত বারি গম ২৯) ও খ) BAW-1161 (প্রস্তাবিত বারি গম ৩০) যথাক্রমে বারি গম ২৯ ও বারি গম ৩০ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ৮টি ধানের কৌলিক সারি ক) OM1490 খ) IR82635 B-B-75-2 গ) BR-7611-31-5-3-2 ঘ) HUA565 ঙ) BR7100-R-6-6 চ) IR78794-B-Sat29-1 ছ) BR-7830-16-1-5-3 জ) Weed Tolerant Rice যথাক্রমে ব্রি ধান ৬৫, ব্রি ধান ৬৬, ব্রি ধান ৬৭, ব্রি ধান ৬৮, ব্রি ধান ৬৯, ব্রি ধান ৭০, ব্রি ধান ৭১ ও ব্রি ধান ৭২ হিসাবে ছাড়করণ:

ক) ব্রি ধান ৬৫ (OM1490): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কৌলিক সারি নং OM1490। বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি OM606এবং IR44592-62-1-1-3এর সংকরায়ণের মাধ্যমে ভিয়েতনামে প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান ৪৩ এর প্রায় সমান। এ জাতটি বোনা আউশ মৌসুমে উপযুক্ত খরা সহনশীল জাত। এ জাতের ডিগপাতা ব্রি ধান ৪৩ এর চেয়ে খাড়া । দানার রং সোনালী ও আকৃতি চিকন লম্বা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সে: মি: । এ জাতের জীবনকাল ৮৮-১০৫ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৫ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারী চিকন এবং রং সাদা। এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান ৪৩ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। এ জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয় । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাত এর ফলন হেক্টরে ৩.৫ টন থেকে ৪.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ বোনা আউশ মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ৩টি অঞ্চলের ৮টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় এবং ৮টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

খ) ব্রি ধান ৬৬ (IR82635 B-B-75-2): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত IR82635 B-B-75-2 কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিনসে IR78875-176- B-2 এবং IR78875-207- B-3 নামক জেনোটাইপ এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৫৬ এর চেয়ে সামান্য লম্বা। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৮-১২০সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া প্রসস্ত ও লম্বা । পাতার রং গাঢ় সবুজ । ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.০ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি লম্বা ও মোটা এবং রং সাদা। এ জাতের চালে শতকরা ১০.৮ ভাগ প্রোটিন। এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান৫৬ এর চেয়ে ৩-৪ দিন বেশী । হেক্টরে ৫.০-৫.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। তবে প্রজনন পর্যায়ে ১৫-২০ দিন বৃষ্টির অভাবে খড়া হলে হেক্টরে ৪.০-৪.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ৩টি অঞ্চলের ১১ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ১০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ও ১টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে।

গ) ব্রি ধান ৬৭ (BR-7611-31-5-3-2): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত BR-7611-31-5-3-2 কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে IR70491-33-2-2 এবং MT6 নামক জেনোটাইপ এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর ১১ এর চেয়ে লম্বা । এ জাতের ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা । পাতার রং গাঢ় সবুজ, দানার রং সোনালী ও মাঝারী মোটা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭-১২০ সেঃ মিঃ। এ জাতের জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৭.৯ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারী লম্বা ও মোটা এবং রং সাদা। এই জাতের জীবনকাল ব্রি আর ১১এর মতোই । এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝড়ে পড়ে না । এ জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয় । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাত এর ফলন হেক্টরে ৫.০ টন থেকে ৬.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ রোপা আমন মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম ও সিলেট এর ৭ টি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং বাকী ৭টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে । বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ঘ) ব্রি ধান ৬৮ (HUA565): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত HUA565 কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিনসে Yuefengzhan এবং E-Zhong5 নামক জেনোটাইপ এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশনের (Pedigree Selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে সামান্য লম্বা। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১-১১০সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া, প্রসস্ত ও লম্বা । পাতার রং গাঢ় সবুজ । ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.০ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা। এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান ৩৩ এর মতই। হেক্টরে ৪.৫-৫.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম ও সিলেট এর ৭টি অঞ্চলের ১০ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৭টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে ।

ঙ) ব্রি ধান ৬৯ (BR7100-R-6-6): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত BR7100-R-6-6 কৌলিক সারিটি IR61247-3B-8-2-1 এবং ব্রি ধান ৩৬ এর সাথে সংক্রায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশনের (Pedigree Selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি. (৩ সপ্তাহ) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। হেক্টরে ৩.৮-৭.৪ টন ফলন দিতে সক্ষম। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ বোরো মৌসুমে দেশের চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল ৩টি অঞ্চলের ১০ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ও ১টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

চ) ব্রি ধান ৭০ (IR78794-B-Sat29-1): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত IR78794-B-Sat29-1কৌলিক সারিটি ব্রি ধান ২৮ এবং IR50184-3B-18-2B-1 এর সাথে সংক্রায়ন এর মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ব্রি সাতক্ষিরাতে প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই (Pedigree Selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫ সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩৫-১৪৫ দিন। এ ধানের চাল মাঝারি মোটা এবং এর এমাইলোজ ২৬%। প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি. (৩ সপ্তাহ) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে, গাছ সহজে হেলে পড়ে না । এ জাতটির দানা মাঝারী মোটা ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতে লবণাক্ততা ভেদে হেক্টরে ৩.৯-৭.০ টন ফলন দিতে সক্ষম। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ রোরোমৌসুমে দেশের চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল ৩টি অঞ্চলের ১০ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ও ৭টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

ছ) ব্রি ধান ৭১ (BR-7830-16-1-5-3): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত BR-7830-16-1-5-3 কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে আইআর৬৮১৪৪ এর সাথে ব্রি ধান ২৯ পশ্চাৎ সংক্রায়ন এবং বংশানুক্রম (Pedigree Selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। অংঙ্গজ অবস্থায় এ জাতের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো । কান্ড মজবুত বিধায় সহজে ঢলে পড়েনা । এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ রঙের । এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯৫ সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৯ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৭.৪ গ্রাম। এ ধানের চাল মাঝারি মোটা এবং রং সাদা । চালে শতকরা ৭.৭ ভাগ প্রোটিন এবং ২৫.৭ ভাগ এমাইলস রয়েছে। ব্রি ধান ৭১ এর জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন নাবী। হেক্টরে ৭.৩ টন ফলন তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৯.২ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম । এ জাতটিতে পাতা পোড়া, খোল পোড়া এবং ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪রোরোমৌসুমে দেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর ৮টি অঞ্চলের ১১ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১১টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ও ২টি স্থানে

বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

জ) ব্রি ধান ৭২ (Weed Tolerant Rice): বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিনসে WuShanYouZhan এবং PI312777 নামক জেনোটাইপ এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশনের (Pedigree Selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো। পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০সে. মি.। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৫-১৬০ দিন। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া, প্রসস্ত ও লম্বা । পাতার রং গাঢ় সবুজ । এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানের দানার রং সোনালী রঙের এবং মাঝারী মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৯ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। এই জাতের জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর চেয়ে ৫-১০ দিন বেশী। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়ে না এবং শীষ থেকে ধানও ঝড়ে পড়ে না। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের চেয়ে ২০% কম লাগে। হেক্টরে ৫.৮১ তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এই জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম ।

উক্ত জাতটি ২০১৩-১৪ রোরো মৌসুমে দেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর ৮টি অঞ্চলের ১১ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১১টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে ও ৩টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত কৌলিক সারি ক) **OM1490** খ) **IR82635 B-B-75-2** গ) **BR-7611-31-5-3-2** ঘ) **HUA565** ঙ) **BR7100-R-6-6** চ) **IR78794-B-Sat29-1** ছ) **BR-7830-16-1-5-3** জ) **Weed Tolerant Rice** বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর ধানের ৮টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বিএআরআই প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ডঃ তমাল লতা আদিত্য, সিএসও এবং প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ,ব্রি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাত সমূহে আউশের জাতটি আগাম ও ফলন বেশী এবং আমনের জাতসমূহ খরা সহনশীল ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এবং বোরোর জাত লবনাক্ততা সহনশীল গুনাগুন সম্পন্ন। ড. জীবনকৃষ্ণ, মহাপরিচালক, বিআরআরআই, গাজীপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত ক)OM1490 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৫) জাতটি শুকনা স্থানে বোনার পর Emergency ability বেশী। প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৭(BR-৭৬১১-৩১-৫-৩-২) জাতটি ৩০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত জলাবদ্ধ পানি সহ্য করতে পারে। প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৮ (HUA565)জাতটির ভাত রান্না করলে গন্ধ পাওয়া যায়, প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৭০ (IR78794 -B-Sat29-1) লবনসহিষ্ণু জাত হিসেবে ছাড়করণে সুপারিশ করা যেতে পারে। ড. মোঃ জাকির হোসেন, SCA বলেন যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৭(BR-৭৬১১-৩১-৫-৩-২), ব্রি ধান ৬৮(HUA৫৬৫), ব্রি ধান ৭০ (IR78794 -B-Sat29-1) জাত ৩টির বিশেষ বৈশিষ্ট থাকায় পূনরায় ১ বছর ট্রায়াল স্থাপন করে মুল্যায়ন ফলাফল কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করা যেতে পারে । ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন আহম্মদ, সিএসও ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত Weed Tolerant Rice জাতটি Low Input ব্যবহার করে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, স্বাভাবিক মাত্রার সারের চেয়ে ২০% কম সার ব্যবহার করে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

<u>সিদ্ধান্ত</u>- ১: ক) **OM1490** (প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৫), খ) **IR82635 B-B-75-2** (প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৬), গ) **BR7100-R-6-6**(প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৯), ঘ) **BR-7830-16-1-5-3**(প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৭১) ও ঙ)

Weed Tolerant Rice(প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৭২) যথাক্রমে (ক) বোনা আউশ মৌসুমে ব্রি ধান ৬৫, (খ) রোপা আমন মৌসুমেরর ব্রি ধান ৬৬, গ) বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৬৭, ঘ) বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৬৮ ও ঙ) বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৬৯ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

<u>সিদ্ধান্ত</u>- ২: প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৬৭(BR-৭৬১১-৩১-৫-৩-২), ব্রি ধান ৬৮(HUA৫৬৫) ও ব্রি ধান ৭০ (IR78794 -B-Sat29-1) **পুনরায় ট্রায়াল স্থাপন করে মুল্যায়ন ফলাফল কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।**

বিবিধ :

আলোচ্য বিষয় ৫: কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যক্রম অধিক কার্যকর করা

এ বিষয়ে আলোচনা হলে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী মতামত দেন যে, বিসিএস কৃষি ক্যাডারের রিভিজিট এর আলোকে কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের মূল্যায়ন দলের সদস্যগণের পদবী পরিবর্তনসহ কমিটি পুন:গঠন করা প্রয়োজন এবং জাতীয় স্বার্থে এর কাযক্রম শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ বিসিএস কৃষি ক্যাডারের রিভিজিট এর আলোকে কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের মূল্যায়ন দলের সদস্যগণের পদবী পরিবর্তনসহ কমিটি পুন:গঠন করার সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

২৮/১০/২০১৪

(ড. মোঃ গোলাম আম্বিয়া)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ফোন: ৯২৬২৪৪৭
ই-মেইল: dir@sca.gov. bd

২৮/১০/২০১৪

(ড: মোঃ কামাল উদ্দিন)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

<u>একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে</u>

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

স্মারক নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০২০.২০১৩-১৮০৩(১৮)　　　　তারিখঃ ১০/১১/১৪ খ্রিঃ

বিষয় ঃ **<u>Weed Tolerant Rice (ব্রি ধান ৬৯) এর (AnnexurII) বাংলা বিবরণী সংশোধনী প্রসংগে</u>** ।

সূত্র : 　বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পত্র নং-এন-৬, তারিখ: ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ মোতবেক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭ তম সভার ৪ নং আলোচ্য সূচী অনুযায়ী কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্রিধান ৬৯ (পূর্বে প্রস্তাবিত ব্রিধান ৭২) এর বাংলা বিবরণীতে গড় ফলন ৫.৮১ এর পরিবর্তে ৭.৩ টন/হেক্টর এবং উপযুক্ত পরিচর্যায় সর্বোচ্চ ফলন ৭.০ টনের পরিবর্তে ৯.০ টন হবে। সংশোধনীটি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

১০/১১/১৪

(মো: সোলায়মান আলী)
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন নং-৯২৬২৪৪৭
ইমেল: dir@sca.gov. bd

বরাবর ঃ

মহা-পরিচালক
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

১০/১১/১৪

অনুলিপি:

১। 　পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর।
২। 　বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর।

DG-BRRI